ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
স্বাস্থ্য সেক্টর
Advocacy for Stronger Road Safety Legislation in Bangladesh
প্রেস রিলিজ
তাং- ০৯/১০/২০২১

সমকাল

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান

প্রকাশ: ০৯ অক্টোবর ২১ । ১৯:৪১
আপডেট: ০৯ অক্টোবর ২১ । ১৯:৪৭

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভা

প্রতিবছর বিশ্বে প্রায় সাড়ে ১৩ লাখ মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটির একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫ থেকে ২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। তাই নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বক্তারা। শনিবার ঢাকা আহছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভা কক্ষে 'নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক সভা থেকে এ আহ্বান জানানো হয়। আলোচনা সভায় বুয়েটের এক্সিডেন্ট রিসার্স ইনিস্টিটিউটের প্রভাষক মো. শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। পঙ্গুত্ববরণ করে আরও অনেক বেশি মানুষ। ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে ১ হাজার ২৬ জন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যান। গড়ে প্রায় ২ থেকে ৩ জন প্রতিদিন মারা যান। এর অন্যতম কারণ যথাযথভাবে এবং মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার না করা।

তিনি বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো যায়, তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভারসহ সব যাত্রীর সিটবেল্ট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হলে সামনের সিটের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ এবং পেছনের সিটের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ যাত্রীর দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার ঝুঁকি রোধ করা সম্ভব। মোটরসাইকেলে সব আরোহীর জন্য যথাযথভাবে ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ শতাংশ মৃত্যু কমানো সম্ভব ও ৭০ শতাংশ গুরুতর আহত হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পরিবহনে বিশেষ করে ছোট গাড়িতে শিশুদের উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা রাখলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৪ থেকে ৮০ শতাংশ শিশুদের নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ক্ষেত্রে সড়ক আইনের সংশোধন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২০ শতাংশ কমানো সম্ভব।

নিরাপদ সড়ক চাইয়ের (নিসচা) সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম আজাদ হোসাইন বলেন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে গণমাধ্যমকর্মীদের এসব বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে। সরকারের নজরে আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম গণমাধ্যমেরকর্মীরা। দেশের উন্নয়নে গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। তেমনি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের রোড সেফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান, সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নিরাপদ সড়ক চাইয়ের (নিসচা) সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম আজাদ হোসাইন প্রমুখ।

https://samakal.com/bangladesh/article/211080308/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A6-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%9C%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8

The Bangladesh Today

Media urged to come forward to strengthen safe roads

"Road accidents are the 8th leading cause of death in the world. According to the World Health Organization's Global Status Report on Road Safety 2018, 1.35 million people die in road accidents worldwide every year. More notably, road accidents are one of the leading causes of death among people aged 5-29 years and 90% of these deaths occur in low-income and middle-income countries. According to the World Health Organization, about 25,000 people die in road accidents in Bangladesh every year along with this many more are paralyzed. From January to October 2020, about 1,026 people died in motorcycle accidents. On an average, about 2 to 3 people are died every day. One of the major reasons for this is not using standard and quality helmets" said Shahnewaz Hasnat-e-Rabbi, lecturer at BUET's Accident Recharge Institute, at a meeting titled 'Role of Media in Strengthening Safe Roads' at Dhaka Ahsania Mission, Health Sector on Saturday, a press release said.

The meeting was chaired by Md. Mukhlesur Rahman, Assistant Director, Dhaka Ahsania Mission and he presented the keynote address at that meeting where he highlighted 5 risk factors and case studies of various road accidents and possible recommendations to resolve them.

He said that, if the speed of vehicles could be reduced by an average of 5%, it would be possible to reduce accidents by 30%. If all passengers, including the driver, are mandated to wear seatbelts, it is possible to prevent injuries to 50%of the front seat and 75% of the rear seats. Ensuring

standard and quality helmets for all riders on motorcycles can reduce road accidents by 40% and prevent 70% serious injuries. It is possible to keep 54% to 80% of children safe in road accidents by providing safe seating arrangements for children, especially in small vehicles. It is possible to reduce the death toll in road accidents by 20% if the road law on alcohol and drug use is amended and its proper implementation is done.

Sharfuddin Ahmed Chowdhury, Chief Executive Officer of Savar Municipality and SM Azad Hossain, Organizing Secretary of Nirapod Sarak Chai (Nishcha) also spoke on the meeting moderated by Sharmeen Rahman, Project Coordinator, Road Safety Project, Dhaka Ahsania Mission.

Sharfuddin Ahmed Chowdhury said there is a need for public awareness to ensure road safety. We have to implement the responsible behavior of the government and our safe road policy.

SM Azad Hossain, organizing secretary of Nirapod Sarak Chai (Nishcha), said that the media personals have to work on all these issues in the safe roads movement. Media personnel are able to play an important role in bringing it to the attention of the government. He added that the role of media or journalists in the development of the country is immense.Likewise, the role of media / journalists is one of the ways to ensure safe roads. The media is constantly informing the people at all levels of the country about the road situation, accidents, safety etc. by publishing several reports / news. At the same time, the media has highlighted the steps to be taken in road safety and its implementation progress.

Speakers at the meeting called upon the media to come forward to strengthen safe roads. The participating journalists said that they would draw the attention of the government and the concerned authorities to ensure safe roads through their writings.

https://thebangladeshtoday.com/?p=39447

DHAKA POST

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে

প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। তাই নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বক্তারা।

শনিবার (৯ অক্টোবর) ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভা কক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভা থেকে এ আহ্বান জানানো হয়।

আলোচনা সভায় বুয়েটের এক্সিডেন্ট রিসার্স ইনিস্টিটিউটের প্রভাষক মো. শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। পঙ্গুত্ববরণ করে আরও অনেক বেশি মানুষ। ২০২০ সালে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে ১ হাজার ২৬ জন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যান। গড়ে প্রায় ২ থেকে ৩ জন প্রতিদিন মারা যান। এর অন্যতম কারণ যথাযথভাবে এবং মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার না করা।

তিনি আরও বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো যায় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভারসহ সকল যাত্রীর সিটবেল্ট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হলে সামনের সিটের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ এবং পেছনের সিটের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ যাত্রীর দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার ঝুঁকি রোধ করা সম্ভব। মোটরসাইকেলে সকল আরোহীদের জন্য যথাযথভাবে ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ শতাংশ মৃত্যু কমানো সম্ভব ও ৭০ শতাংশ গুরুতর আহত হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পরিবহনে বিশেষ করে ছোট গাড়িতে শিশুদের উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা রাখলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৪ থেকে ৮০ শতাংশ শিশুদের নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ক্ষেত্রে সড়ক আইনের সংশোধন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২০ শতাংশ কমানো সম্ভব।

নিরাপদ সড়ক চাইয়ের (নিসচা) সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন বলেন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে

গণমাধ্যম কর্মীদের এসব বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে। সরকারের নজরে আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম গণমাধ্যমের কর্মীরা। দেশের উন্নয়নে গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। তেমনি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান, সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নিরাপদ সড়ক চাইয়ের (নিসচা) সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন প্রমুখ।

https://www.dhakapost.com/national/67951?fbclid=IwAR1Wzw4RSjdAOYRSzbioanFF8J6cV-rneSUhFj14VQBWyS260mxNUDSSW9E

সত্যের জন্যে প্রতিদিন
ভোরের পাতা
The Daily Vorer Pata

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় বছরে মৃত্যু ৭২০ জনের

৯ মাসে নিবন্ধিত ৭৩ হাজার

■ রতন বালো

সাধারণ্যে একটি প্রচার আছে মোটরবাইক না মরণবাইক! তারপরেও রাজধানী শহরের যানজটের কারণে অনেকেই এখন এই পরিবহনটির উপর নির্ভরশীল। যদিও গণপরিবহন থেকে মোটরসাইকেলে আরোহণ দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ায়। যেখানে মৃত্যুঝুঁকিও অনেক বেশি। তবে এসব অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর বেশিরভাগই নির্ভর করে বাইক চালকের অসচেতনতার উপর। মোটরসাইকেলে সকল আরোহীদের জন্য মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার না করার কারণেই মৃত্যুর হারও বাড়ছে। সারা দেশে প্রতিদিন গড়ে ২ জন করে মোটারবাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হচ্ছে। এই হিসাবে ৩০ দিনে মৃত্যুর মত দুঃখজনক ঘটনার শিকার হচ্ছেন গড়ে ৬০ জন। বছরে যে সংখ্যার পরিমাণ ৭২০ জন। ঝুঁকি থাকার পরেও স্বল্প সময়ে নিজ নিজ গন্তব্যে পৌছাতে রাজধানী ঢাকায় সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে মোটরসাইকেল। আর এই জনপ্রিয়তা মূলত এসেছে বিভিন্ন রাইড শেয়ারিং অ্যাপের হাত ধরে। বাংলাদেশ সড়ক যোগাযোগ কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ হিসাবঅনুযায়ী ঢাকায় মোট নিবন্ধিত বাইকের সংখ্যা ৫ লাখ ৮৫ হাজার ৪৯০টি। এরমধ্যে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ঢাকায় মোট নিবন্ধিত মোটরসাইকেলের সংখ্যা প্রায় ৭৩ হাজার। সে তুলনায় অন্যান্য যানবাহনের নিবন্ধন সংখ্যা অনেকটাই কম। এদিকে মূলত কম পয়সায় দ্রুত যাতায়াত তারমধ্যে ডিসকাউন্ট সুবিধার কারণে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে অ্যাপভিত্তিক মোটরসাইকেল রাইড পরিসেবা।

ফটোগ্রাফার আদনান আদিদকে প্রায়ই তার কাজের প্রয়োজনে ঢাকার বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়াতে হয়। এই যাতায়াতের ক্ষেত্রে তিনি পুরোপুরি এই মোটরবাইকের ওপর নির্ভর করেন। তিনি জানান, 'খুব ইমার্জেন্সি কোন এসাইনমেন্ট থাকলে বাইকে করে সবচেয়ে কম সময়ে সেখানে পৌছানো যায়। আমি যে অ্যাপগুলো ব্যবহার করি সেগুলোর একটা না একটায় ডিসকাউন্ট থাকেই। তখন সেই ভাড়াটা অনেক কম আসে। তাছাড়া বাইকে করে আপনি এমন সবরাস্তায় যেতে পারবেন যেখানে হয়তো গাড়ি চালানো সম্ভবনা।' তাছাড়া এই রাইড পরিবহন

▶▶ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) সেবাগুলো যাত্রীদের নিরাপত্তায় কয়েকটি সেফটি ফিচার যুক্ত করায় মোটরসাইকেল রাইডে আগ্রহী হচ্ছেন নারীরাও। মিজানুর রহমান নামের এক বাইক ব্যবহারকারী নিজের অভিজ্ঞতার কথা এভাবেই জানালেন। মিজানের মতে, 'এখন রাস্তাঘাটের বেশিরভাগ মোটরসাইকেলের চালক ও আরোহীদের হেলমেট পরতে দেখা যায়। যেটা বেশ ইতিবাচক। তবে আরোহীরা যে হেলমেটগুলো পরেন, সেগুলোর মান খুবই খারাপ। যে উদ্দেশ্যে মানুষ এসব হেলমেট পরে থাকে। ওইসব ঠুনকো হেলমেটে কোন উদ্দেশ্য সাধন হয়না। বরং ক্ষতিই বাড়ে। এছাড়া মোটরসাইকেল চালানোর ক্ষেত্রে ঝুঁকিমুক্ত থাকতে চালকের বাইক চালানোর পারদর্শিতা এবং গতি-সীমার ব্যাপারে সচেতনতার ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি। এ বিষয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনার কেস স্ট্যাডি বিষয়ক এক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। বুয়েট এর দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রভাষক মো. শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি এই গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর তথ্য অনুযায়ী প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এর মধ্যে ৫-২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশই নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। পঙ্গুত্ববরণ করে আরো অনেক বেশী মানুষ।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বে ১৩২টি দেশ সড়ক নিরাপত্তার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছে। এর মধ্যে ৪৬টি দেশে গতি সম্পর্কিত, ৪৫ টি দেশে মদ্যপান সম্পর্কিত, ৪৯টি দেশে হেলমেট সম্পর্কিত, ১০৫টি দেশে সিটবেল্ট এবং ৩৩টি দেশে শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন সম্পর্কিত আইন প্রচলিত আছে। এদিকে দুর্ঘটনার কারণ নিরুপনে বিশেষজ্ঞরা যথাযথ ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছেন। যা নিশ্চিত করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় শতকরা ৪০ ভাগ মৃত্যু কমানোর পাশাপাশি ৭০ ভাগ গুরুতর আহত হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব বলে মনে করেন সড়ক বিশেষজ্ঞরা। এবিষয়ে মোটরসাইকেল আরোহীসহ সকলকে সচেতন হতে হবে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। একমাত্র সচেতনতাই পারে এসব দুর্ঘটনা কমাতে। গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো হয় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব বলে জানান, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশ্চা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন। তিনি বলেন, গাড়ির ড্রাইভার ও যাত্রীদের সিটবেল্ট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হলে সামনের সিটের ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ এবং পিছনের সিটের ক্ষেত্রে শতকরা ৭৫ ভাগ যাত্রীদের দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার রোধ করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

আজাদ হোসাইন বলেন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে গণমাধ্যম কর্মীদের এসকল বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে। সরকারের নজরে আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম গণমাধ্যমের কর্মীরা । তিনি আরো বলেন, দেশের উন্নয়নে গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। তেমনি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ভূমিকাও অন্যতম। প্রতিনিয়ত দেশের সড়কের পরিস্থিতি, দুর্ঘটনা, নিরাপত্তা ইত্যাদি সর্ম্পকে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের মানুষদের অবহিত করছে গণমাধ্যমসমূহ। সেই সাথে সড়কের নিরাপত্তায় করণীয়সমূহ ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেছে গণমাধ্যম। ছোট গাড়িতে শিশুদের উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা রাখলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৪ থেকে ৮০ শতাংশ শিশুদের নিরাপদ রাখা সম্ভব বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী পরিচালক মো.মোখলেছুর রহমান। তিনি বলেন, সড়ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে পথচারী বা সড়ক ব্যবহারকারীরা সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে যাবে বলে তার বিশ্বাস। সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী এভাবেই নিজের মন্তব্য রাখলেন। তিনি সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে জনসচেতনতার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, সরকারের দায়িত্বশীল আচরণ ও নিরাপদ সড়কের নীতিমালা বাস্তবায়ন করা গেলেই আমরা সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে সক্ষম হব।

https://dailyvorerpata.com/details.php?id=70731

আমাদের সময়

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মতবিনিময়

দেশে বছরে ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর ৮ম বৃহৎ কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেফটি ২০১৮-এর তথ্য অনুসারে, প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। পঙ্গুত্ববরণ করে আরও অনেক বেশি মানুষ।

গত শনিবার ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় বক্তারা এসব তথ্য তুলে ধরেন। এতে আরও বলা হয়, ২০২০ সালে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে ১০২৬ জন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যায়। গড়ে ২ থেকে ৩ জন প্রতিদিন মারা যায়। এর অন্যতম কারণ যথাযথভাবে এবং মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার না করা। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েটের অ্যাক্সিডেন্ট রিচার্জ ইনস্টিটিউটের প্রভাষক মো. শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমানের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নিরাপদ সড়ক চাইয়ের (নিশচা) সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন প্রমুখ।

বাংলা ট্রিবিউন

নিরাপদ সড়ক জোরদার করতে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান

দেশে নিরাপদ সড়ক জোরদার করতে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে। শনিবার (৯ অক্টোবর) ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে 'নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক সভায় বক্তারা এ আহ্বান জানান।

বুয়েটের এক্সিডেন্ট রিচার্জ ইনিস্টিটিউটের প্রভাষক মো. শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি সড়ক দুর্ঘটনার ওপর পরিসংখ্যানের তথ্য তুলে ধরে বলেন, 'সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর অষ্টম বৃহত্তম কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর তথ্য অনুসারে, প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। আরও লক্ষণীয় যে, ৫-২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে সংঘটিত হয়।'

তিনি জানান, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। পঙ্গুত্ব বরণ করে আরও অনেক বেশি মানুষ। ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে ১০২৬ জন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যায়। গড়ে প্রায় ২ থেকে ৩ জন প্রতিদিন মারা যায়।

এর অন্যতম কারণ যথাযথভাবে এবং মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার না করা। তাই এসব বিষয়ে যদি গণমাধ্যমে একযোগে প্রতিবেদন, সংবাদ প্রকাশিত হতে পারে, তবে মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়ানো সম্ভব হবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সড়ক দুর্ঘটনার পেছনে ৫টি রিস্ক ফ্যাক্টর এর সমাধান তুলে ধরেন তিনি।

মোখলেছুর রহমান বলেন, 'যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো যায়, তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভারসহ সকল যাত্রীর সিট বেল্ট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হলে সামনের সিটের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ এবং পেছনের

সিটের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ যাত্রীর দুর্ঘটনায় আহত হওয়া রোধ করা সম্ভব। মোটরসাইকেলে সকল আরোহীর জন্য যথাযথভাবে ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ শতাংশ মৃত্যু কমানো সম্ভব ও ৭০ শতাংশ গুরুতর আহত হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পরিবহনে বিশেষ করে ছোট গাড়িতে শিশুদের উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা রাখলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৪ থেকে ৮০ শতাংশ শিশুদের নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ক্ষেত্রে সড়ক আইনের সংশোধন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় ২০ শতাংশ মৃত্যু কমানো সম্ভব।

ঢাকা আচ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমানের সঞ্চালনায় এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী।

https://www.banglatribune.com/706251/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A6-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%9C%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0?fbclid=IwAR3EA2AJxik6HO4xWmHWiqqsqcIX7tddKAIM7XkM5UA8gwMO7EbCP9Dn2xQ

মুক্ত চিন্তার দৈনিক
আজকালের খবর
The Daily Ajkaler khobor www.ajkalerkhobor.com

আহছানিয়া মিশনে সড়ক নিরাপদে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক

সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর অষ্টম বৃহত্তম কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর তথ্য অনুসারে প্রতিবছর বিশ্বে সাড়ে ১৩ লাখ মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এ অবস্থায় নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করে ঢাকা আহছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টর।

গতকাল শনিবার আয়োজিত এই সভায় সংস্থাটি গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে উন্মুক্ত আলোচনা করে। আলোচনায় বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মী অংশ নেয় এবং মতামত প্রকাশ করেন।

সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বুয়েটের দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রভাষক শাহনেওয়াজ হাসানাত-ই-রাব্বি। এছাড়া গ্লোবাল হেলথ অ্যাডভোকেসি ইনকিউবেটরের বাংলাদেশের কান্ট্রি কোর্ডিনেটর ড. মো. শরীফুল আলম, নিরাপদ সড়ক চাই-এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসেইন। সভায় সভাপতিত্ব করেন আহছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের অ্যাসিসট্যান্ট পরিচালক মুখলেছুর রহমান। সভায় জানানো হয় অনিয়ন্ত্রিতভাবে/বেপোরোয়াভাবে/অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানো ও নিয়ম না মেনে বিপদজ্জনক ওভারটেক, যথাযথ ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার না করা, সকল যাত্রীর সিটবেল্ট ব্যবহারে বাধ্যবাধকতা না থাকা, শিশুদের জন্য 'শিশু সরক্ষা আসন না থাকা, মদ্যপান/নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে গাড়ি চালানো, পথচারীদের অসতর্কভাবে সড়ক ব্যবহার এবং বিদ্যমান আইনেরর দুর্বলতার কারণে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে না পারার কারণে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করা যাচ্ছে না। বক্তরা বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে পাঁচ ভাগ কমানো হয় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব। এছাড়াও ড্রাইভারসহ যাত্রীদের সিটবেল্ট বাধা নিশ্চিত করা গেলে ৫০ শতাংশ দুর্ঘটনা কমিয়ে আনা সম্ভব।

বাংলাদেশ জার্নাল

নিরাপদ সড়ক জোরদারে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান

সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর ৮ম বৃহত্তম কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর তথ্য অনুসারে প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান।

সবচেয়ে ভয়াবহ তথ্য হচ্ছে, ৫-২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে , বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। পঙ্গুত্ববরণ করেন আরও অনেক বেশি মানুষ। ২০২০ সালে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে ১ হাজার ২৬ জন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যান। গড়ে প্রতিদিন ৩ জন মারা যান। এর অন্যতম কারণ যথাযথভাবে এবং মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার না করা।

শনিবার বেলা ১১টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় বুয়েটের এক্সিডেন্ট রিচার্জ ইনিস্টিটিউট এর প্রভাষক মো. শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি এসব তথ্য তুলে ধরেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রভাষক মো. শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি। তার প্রবন্ধে ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনার কেস স্টাডি তুলে ধরে তা সমাধানে সম্ভাব্য সুপারিশ তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো যায় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভারসহ সকল যাত্রীর সিটবেল্ট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হলে সামনের সিটের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ এবং পিছনের সিটের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ যাত্রীদের দুর্ঘটনায় আহত রোধ করা সম্ভব।

রাব্বি জানান, মোটরসাইকেলে সকল আরোহীদের জন্য যথাযথভাবে ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ শতাংশ মৃত্যু কমানো সম্ভব ও ৭০ শতাংশ গুরুতর আহত হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পরিবহনে বিশেষ করে ছোট গাড়িতে শিশুদের উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা রাখলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৪ থেকে ৮০ শতাংশ শিশুদের নিরাপদ রাখা সম্ভব। একইসঙ্গে মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ক্ষেত্রে সড়ক আইনের সংশোধন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২০ শতাংশ কমানো সম্ভব।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমানের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য রাখেন- সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন।

শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে জনসচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে। সরকারের দায়িত্বশীল আচরণ ও আমাদের নিরাপদ সড়কের নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে।

নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন বলেন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে গণমাধ্যম কর্মীদের এসব বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে। সরকারের নজরে আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম গণমাধ্যমের কর্মীরা।

তিনি বলেন, দেশের উন্নয়নে গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। তেমনি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ভূমিকাও অন্যতম। প্রতিনিয়ত দেশের সড়কের পরিস্থিতি, দুর্ঘটনা, নিরাপত্তা ইত্যাদি সর্ম্পকে বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের মানুষদের অবহিত করছে গণমাধ্যমসমূহ। সেই সাথে সড়কের নিরাপত্তায় করণীয়সমূহ ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেছে গণমাধ্যম।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান বলেন, সুনিদিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনার হার ও মৃত্যু বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। যদি আজকের আলোচ্য বিষয়সমূহ সংশোধিত আইনে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। যেমন: গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারণ করা, মোটরসাইকেলে আরোহীর ক্ষেত্রে মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে দেয়া, গাড়ি বা যানবাহনে চালকসহ সকল যাত্রীদের সিট বেল্ট পরিধান করা বাধ্যতামূলক করা, পরিবহনে শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন ইত্যাদি।

সভায় দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের ১৭ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। এ সময় বক্তারা নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরা তাদের লেখনির মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে জানান।

https://www.bd-journal.com/other/177464/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A6-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%9C%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8

উন্নয়নের মূলধারায়
আলোকিত বাংলাদেশ

ডামের মতবিনিময় সভা

নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান

● **নিজস্ব প্রতিবেদক**

সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর অষ্টম বৃহত্তম কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর তথ্য অনুসারে প্রতি বছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। আরও লক্ষণীয়, ৫ থেকে ২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। ৯ অক্টোবর, শনিবার বেলা ১১টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় বুয়েটের এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনিস্টিটিউটে প্রভাষক মো. শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি এসব কথা বলেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তিনি। তার প্রবন্ধে পাঁচটি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনার কেস স্ট্যাডি তুলে ধরে তা সমাধানে সম্ভাব্য সুপারিশ তুলে ধরেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমানের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য দেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম আজাদ হোসাইন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান সভাপতিত্বের বক্তব্যে বলেন, সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনার হার ও মৃত্যু বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারণ করা, মোটরসাইকেলে আরোহীর ক্ষেত্রে মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে দেওয়া, গাড়ি বা যানবাহনে চালকসহ সব যাত্রীদের সিট বেল্ট পরিধান করা বাধ্যতামূলক করা, পরিবহনে শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন ইত্যাদি। সভায় ১৭ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন জোনায়েদ মানসুর (দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ), জুবায়ের আহমেদ নবীন (বাংলাদেশ জার্নাল), সিনিয়র সাংবাদিক রতন চন্দ্র বালো, বাবুল হৃদয় প্রমুখ।

https://www.alokitobangladesh.com/national/87293/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A6-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%9C%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8

নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান

- প্রকাশের সময় : শনিবার, ৯ অক্টোবর, ২০২১,

"সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর ৮ম বৃহত্তম কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর তথ্য অনুসারে প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লক্ষ্য ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় । আরো লক্ষণীয় , ৫-২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে , বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। পঙ্গুত্ববরন করে আরো অনেক বেশি মানুষ। ২০২০ সালে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে ১০২৬ জন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যায়। গড়ে প্রায় ২ থেকে ৩ জন প্রতিদিন মারা যায়। এর অন্যতম কারণ যথাযথবাবে এবং মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার না করা"৯ অক্টোবর, শনিবার সকাল ১১ টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গনমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় বুয়েটের এক্সিডেন্ট রিচার্জ ইনিস্টিটিউট এর প্রভাষক মো: শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি একথা বলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো: মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তিনি । তার প্রবন্ধে ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনার কেস স্ট্যাডি তুলে ধরে তা সমাধানে সম্ভাব্য সুপারিশ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো যায় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভার সহ সকল যাত্রীর সিটবেল্ট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হলে সামনের সিটের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ এবং পিছনের সিটের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ যাত্রীদের দুর্ঘটনায় আহত রোধ করা সম্ভব। মটর সাইকেলে সকল আরোহীদের জন্য যথাযথভাবে ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ শতাংশ মৃত্যু

কমানো সম্ভব ও ৭০ শতাংশ গুরুতর আহত হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পরিবহনে বিশেষ করে ছোট গাড়িতে শিশুদের উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা রাখলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৪ থেকে ৮০ শতাংশ শিশুদের নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ক্ষেত্রে সড়ক আইনের সংশোধন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২০ শতাংশ কমানো সম্ভব।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমানের সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন ।

শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে জনসচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে । সরকারের দায়িত্বশীল আচরণ ও আমাদের নিরাপদ সড়কের নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে।

https://bd.kolkatatv.org/top-six/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%9c%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a7%87-%e0%a6%97%e0%a6%a3/?fbclid=IwAR2Evyrn7FoVFKWRXUX3Vjns_uIecJ4apHMBXOgaInVIhv39THshTm_Txbk

আজকের
বিজনেস বাংলাদেশ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মতবিনিময় সভায় বক্তাগণ

নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান

প্রকাশিত: **০৭:৩৯ অপরাহ্ণ, ৯ অক্টোবর ২০২১**

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মতবিনিময় সভায় বক্তা ও সাংবাদিকরা

"সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর ৮ম বৃহত্তম কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর তথ্য অনুসারে প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লক্ষ্য ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় । আরো লক্ষণীয় , ৫-২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে , বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। পঙ্গুত্ববরন করে আরো অনেক বেশি মানুষ।

২০২০ সালে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে ১০২৬ জন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যায়। গড়ে প্রায় ২ থেকে ৩ জন প্রতিদিন মারা যায়। এর অন্যতম কারণ যথাযথবাবে এবং মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার না করা" ৯ অক্টোবর, শনিবার সকাল ১১ টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গনমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় বুয়েটের এক্সিডেন্ট রিচার্জ ইনিস্টিটিউট এর প্রভাষক মো: শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি একথা বলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো: মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তিনি । তার প্রবন্ধে ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনার কেস স্ট্যাডি তুলে ধরে তা সমাধানে সম্ভাব্য সুপারিশ তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো যায় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভার সহ সকল যাত্রীর সিটবেল্ট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হলে সামনের সিটের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ এবং পিছনের সিটের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ যাত্রীদের দুর্ঘটনায় আহত রোধ করা সম্ভব। মটর সাইকেলে সকল আরোহীদের জন্য যথাযথভাবে ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ শতাংশ মৃত্যু কমানো সম্ভব ও ৭০ শতাংশ গুরুতর আহত হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পরিবহনে বিশেষ করে ছোট গাড়িতে শিশুদের উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা রাখলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৪ থেকে ৮০ শতাংশ শিশুদের নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ক্ষেত্রে সড়ক আইনের সংশোধন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২০ শতাংশ কমানো সম্ভব।

ঢাকা আচ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমানের সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন ।

শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে জনসচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে। সরকারের দায়িত্বশীল আচরণ ও আমাদের নিরাপদ সড়কের নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে।

নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন বলেন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে গণমাধ্যম কর্মীদের এসকল বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে। সরকারের নজরে আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম গণমাধ্যমের কর্মীরা ।

তিনি আরো বলেন, দেশের উন্নয়নে গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। তেমনি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম/মিডিয়া/সাংবাদিকদের ভূমিকাও অন্যতম। প্রতিনিয়ত দেশের সড়কের পরিস্থিতি , দুর্ঘটনা, নিরাপত্তা ইত্যাদি সর্ম্পকে বিভিন্ন প্রতিবেদন/সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের মানুষদের অবহিত করছে গণমাধ্যমসমূহ। সেই সাথে সড়কের নিরাপত্তায় করণীয়সমূহ ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেছে গনমাধ্যম।

ঢাকা আচ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো: মোখলেছুর রহমান সভাপতিত্বের বক্তবে বলেন,"সুনিদিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনার হার ও মৃত্যু বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। যদি আজকের আলোচ্য বিষয়সমূহ সংশোধিত আইনে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। যেমন: গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারণ করা, মটরসাইকেলে আরোহীর ক্ষেত্রে মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে দেওয়া, গাড়ি বা যানবাহনে চালকসহ সকল যাত্রীদের সিট বেল্ট পরিধান করা বাধ্যতামূলক করা,পরিবহনে শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন ইত্যাদি।

সভায় দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের ১৭ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন, জাহিদ ভূইয়া (দৈনিক আমাদের সময়) , জুনাইদ মুনসুর (দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ), রথন চন্দ্র বালো (দৈনিক ভোরের পাতা), মো: আক্তারুজ্জামান

(আমাদের অর্থনীতি), মাসুদ রানা (সংবাদ), আব্দুল্লাহ আল মামুন (সময়ের আলো), জুবায়ের আহমেদ নবীন (বাংলাদেশ জার্নাল), সাঈদ মাহাদী সেকেন্দার (অধিকার), শাহিদুল ইসলাম ভূইয়া (বিসনেস প্রতিদিন), তারিকুল ইসলাম (মানবজমিন), নাহিদুল

হাসানাত (ঢাকা পোষ্ট), বাবুল হৃদয় (আজকের বিজনেস বাংলাদেশ), জাহিদুর রহমান (সমকাল), সাইফুল ইসলাম (বাংলাদেশ টুডে), বাহাউদ্দীন ইমরান (বাংলা ট্রিবিউন),আহমেদ তেপান্তর (আজকালের খবর)।

সভায় বক্তাগণ নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরা তাদের লেখনির মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন বলে জানান।

https://businessbangladesh.com.bd/article/234127?fbclid=IwAR2QqYjdEYLddXOIxJJMjI5KiyW3IT60DMMyaAPAEWKUp0MMP7R_Ccjxa64

অর্থনীতির কাগজ
Dainik Arthoniteer Kagoj

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মতবিনিময় সভা : নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান

"সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর ৮ম বৃহত্তম কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর তথ্য অনুসারে প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লক্ষ্য ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় । আরোলক্ষণীয় , ৫-২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে , বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫ হাজারমানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। পঙ্গুত্ববরন করে আরো অনেক বেশি মানুষ। ২০২০ সালে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে ১০২৬ জন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যায়। গড়ে প্রায় ২ থেকে ৩ জন প্রতিদিন মারা যায়। এর অন্যতম কারণ যথাযথবাবে এবং মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার না করা"৯ অক্টোবর, শনিবার সকাল ১১টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গনমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় বুয়েটের এক্সিডেন্ট রিচার্জ ইনিস্টিটিউট এর প্রভাষক মো: শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি একথা বলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো: মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তিনি । তার প্রবন্ধে ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনার কেস স্ট্যাডি তুলে ধরে তা সমাধানে সম্ভাব্য সুপারিশ তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো যায় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভার সহ সকল যাত্রীর সিটবেল্ট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হলে সামনের সিটের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ এবং পিছনের সিটের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ যাত্রীদের দুর্ঘটনায় আহত রোধ করা সম্ভব। মটর সাইকেলে সকল আরোহীদের জন্যযথাযথভাবে ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ শতাংশ মৃত্যু কমানো সম্ভব ও ৭০ শতাংশ গুরুতর আহত হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পরিবহনে বিশেষ করে ছোট গাড়িতে শিশুদের উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা রাখলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৪

থেকে ৮০ শতাংশ শিশুদের নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ক্ষেত্রে সড়ক আইনের সংশোধন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২০ শতাংশ কমানো সম্ভব। ঢাকা আচ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিনরহমানের সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন ।

শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে জনসচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে । সরকারের দায়িত্বশীল আচরণ ও আমাদের নিরাপদ সড়কের নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে। নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন বলেন,নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে গণমাধ্যম কর্মীদের এসকল বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে। সরকারের নজরে আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম গণমাধ্যমের কর্মীরা । তিনি আরো বলেন, দেশের উন্নয়নে গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। তেমনি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম/মিডিয়া/সাংবাদিকদের ভূমিকাও অন্যতম। প্রতিনিয়ত দেশের সড়কের পরিস্থিতি , দুর্ঘটনা, নিরাপত্তা ইত্যাদি সর্ম্পকে বিভিন্ন প্রতিবেদন/সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের মানুষদের অবহিত করছে ণমাধ্যমসমূহ। সেই সাথে সড়কের নিরাপত্তায় করণীয়সমূহ ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেছে গনমাধ্যম।
ঢাকা আচ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো: মোখলেছুর রহমান সভাপতিত্বের বক্তবে বলেন,“সুনিদিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনার হার ও মৃত্যু বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। যদি আজকের আলোচ্য বিষয়সমূহ সংশোধিত আইনে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। যেমন: গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারণ করা, মটরসাইকেলে আরোহীর ক্ষেত্রে মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে দেওয়া, গাড়ি বা যানবাহনে চালকসহ সকল যাত্রীদের সিট বেল্ট পরিধান করা বাধ্যতামূলক করা,পরিবহনে শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন ইত্যাদি।
সভায় দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের ১৭ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন, জাহিদ ভূইয়া (দৈনিক আমাদের সময়) , জুনাইদ মুনসুর (দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ), রথন চন্দ্র বালো (দৈনিক ভোরের পাতা), মো: আক্তারুজ্জামান (আমাদের অর্থনীতি), মাসুদ রানা (সংবাদ), আব্দুল্লাহ আল মামুন (সময়ের আলো),জুবায়ের আহমেদ নবীন (বাংলাদেশ জার্নাল), সাঈদ মাহাদী সেকেন্দার (অধিকার), শাহিদুল ইসলাম ভূইয়া (বিসনেস প্রতিদিন), তারিকুল ইসলাম (মানবজমিন), নাহিদুল হাসানাত (ঢাকা পোষ্ট), বাবুল হৃদয় (বিজনেস বাংলাদেশ), জাহিদুর রহমান (সমকাল), সাইফুল ইসলাম (বাংলাদেশ টুডে), বাহাউদ্দীন ইমরান (বাংলা ট্রিবিউন),আহমেদ তেপান্তর (আজকালের খবর)। সভায় বক্তাগণ নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরা তাদের লেখনির মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন বলে জানান।

https://www.arthoniteerkagoj.com/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a6%be-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%a4/?fbclid=IwAR0we4pUHFdzgOGt2ysTUAMRST_UlgmivGtk_6BQyiFZFPWfZ2dnKTBpKR8

দৈনিক অধিকার
odhikar.news

নিরাপদ সড়ক জোরদারের আহবান ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের

সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর ৮ম বৃহত্তম কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর তথ্য অনুসারে প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। আরও লক্ষ্যণীয়, ৫-২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। পঙ্গুত্ববরণ করে আরও অনেক বেশি মানুষ। ২০২০ সালে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে ১০২৬ জন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যায়। গড়ে প্রায় ২ থেকে ৩ জন প্রতিদিন মারা যায়। এর অন্যতম কারণ যথাযথভাবে এবং মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার না করা।

শনিবার (৯ অক্টোবর) সকাল ১১টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে ‘নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা’ শীর্ষক সভায় বুয়েটের এক্সিডেন্ট রিচার্জ ইনিস্টিটিউট এর প্রভাষক মো. শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি এসব কথা বলেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তিনি। তার প্রবন্ধে ৫টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনার কেসস্ট্যাডি তুলে ধরে তা সমাধানে সম্ভাব্য সুপারিশ তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো যায় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভারসহ সকল যাত্রীর সিটবেল্ট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হলে সামনের সিটের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ এবং পিছনের সিটের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ যাত্রীদের দুর্ঘটনায় আহত রোধ করা সম্ভব।

মোটরসাইকেলে সকল আরোহীদের জন্য যথাযথভাবে ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ শতাংশ মৃত্যু কমানো সম্ভব ও ৭০ শতাংশ গুরুতর আহত হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পরিবহনে বিশেষ করে ছোট গাড়িতে শিশুদের উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা রাখলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৪ থেকে ৮০ শতাংশ শিশুদের নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ক্ষেত্রে সড়ক আইনের সংশোধন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২০ শতাংশ কমানো সম্ভব।

ঢাকা আচ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমানের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য রাখেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম আজাদ হোসাইন।
শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে জনসচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে। সরকারের দায়িত্বশীল আচরণ ও আমাদের নিরাপদ সড়কের নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে।
নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম আজাদ হোসাইন বলেন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে গণমাধ্যম কর্মীদের এ সকল বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে। সরকারের নজরে আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম গণমাধ্যমের কর্মীরা।

তিনি আরও বলেন, দেশের উন্নয়নে গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। তেমনি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম/মিডিয়া/সাংবাদিকদের ভূমিকাও অন্যতম। প্রতিনিয়ত দেশের সড়কের পরিস্থিতি, দুর্ঘটনা, নিরাপত্তা ইত্যাদি সর্ম্পকে বিভিন্ন প্রতিবেদন/সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের মানুষদের অবহিত করছে গণমাধ্যমসমূহ। সেই সাথে সড়কের নিরাপত্তায় করণীয়সমূহ ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেছে গণমাধ্যম।

ঢাকা আচ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান সভাপতিত্বের বক্তব্যে বলেন, সুনিদিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনার হার ও মৃত্যু বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। যদি আজকের আলোচ্য বিষয়সমূহ সংশোধিত আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন, গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারণ করা, মোটরসাইকেলে আরোহীর ক্ষেত্রে মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে দেওয়া, গাড়ি বা যানবাহনে চালকসহ সকল যাত্রীদের সিট বেল্ট পরিধান করা বাধ্যতামূলক করা, পরিবহনে শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন ইত্যাদি।

সভায় দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের ১৭ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন, জাহিদ ভূইয়া (দৈনিক আমাদের সময়), জুনাইদ মুনসুর (দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ), রথন চন্দ্র বালো (দৈনিক ভোরের পাতা), মো. আক্তারুজ্জামান (আমাদের অর্থনীতি), মাসুদ রানা (সংবাদ), আব্দুল্লাহ আল মামুন (সময়ের আলো), জুবায়ের আহমেদ নবীন (বাংলাদেশ জার্নাল), সাঈদ মাহাদী সেকেন্দার (দৈনিক অধিকার), শাহিদুল ইসলাম ভূইয়া (বিসনেস প্রতিদিন), তারিকুল ইসলাম (মানবজমিন), নাহিদুল হাসানাত (ঢাকা পোষ্ট), বাবুল হৃদয় (বিজনেস বাংলাদেশ), জাহিদুর রহমান (সমকাল), সাইফুল ইসলাম (বাংলাদেশ টুডে), বাহাউদ্দীন ইমরান (বাংলা ট্রিবিউন), আহমেদ তেপান্তর (আজকালের খবর)।

সভায় বক্তারা নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরা তাদের লেখনির মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে জানান।

https://www.odhikar.news/national/204696?fbclid=IwAR3py_xedawT9uhl4G7BIdEV80Fu3Dr83qn1kSTSfh7W_aKUKCdeSajAbYo

বাংলাদেশের খবর

তাং -১০-১০-২০২১

অবহেলায়ই সড়ক দুর্ঘটনা কমছে না

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে; কিন্তু প্রতিরোধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেই। কোনো একটি দুর্ঘটনা ঘটলে কয়েকদিন আন্দোলন আর কিছু সুপারিশ দিয়েই তা চাপা পড়ে যায়। আইন বাস্তবায়নে নেই কঠোর পদক্ষেপ। আর যানবাহন মালিক-চালকদের নানা অবহেলায় দেশের সড়ক দুর্ঘটনার হার কমছে না।

গতকাল শনিবার ঢাকা আহসানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর আয়োজিত এক সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। 'নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রভাষক শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই-রাব্বি। আলোচনায় অংশ নেন নিরাপদ সড়ক চাই-এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন, সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন কর্মী শরাফ উদ্দিন আহমেদ ও আহসানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মোখলেছুর রহমান প্রমুখ।

বুয়েট-এর দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রভাষক শাহনেওয়াজ হাসানাত-ই-রাব্বির সড়ক দুর্ঘটনা বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেফটি ২০১৮-এর তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এর মধ্যে ৫-২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশই নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশে সংঘটিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। পঙ্গুত্ববরণ করে আরো অনেক বেশি মানুষ।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বে ১৩২টি দেশ সড়ক নিরাপত্তার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছে। এর মধ্যে ৪৬টি দেশে গতি সম্পর্কিত, ৪৫টি দেশে মদ্যপান সম্পর্কিত, ৪৯টি দেশে হেলমেট সম্পর্কিত, ১০৫টি দেশে সিটবেল্ট এবং ৩৩টি দেশে শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন সম্পর্কিত আইন প্রচলিত আছে।

গাড়ির গতি যদি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো হয় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব বলে জানান নিরাপদ সড়ক চাই-এর অর্গানাইজিং সেক্রেটারি এস এম আজাদ হোসাইন। তিনি বলেন, গাড়ির ড্রাইভার ও যাত্রীদের সিটবেল্ট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হলে সামনের সিটের ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ এবং পেছনের সিটের ক্ষেত্রে শতকরা ৭৫ ভাগ যাত্রীর দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার রোধ করা সম্ভব বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ছোট গাড়িতে শিশুদের উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা রাখলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৪ থেকে ৮০ শতাংশ শিশুকে নিরাপদ রাখা সম্ভব বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন ঢাকা আহসানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী পরিচালক মো. মুখলেসুর। তিনি বলেন, সড়ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে পথচারী বা সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে যাবে।

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fepaper.bangladesherkhabor.net%2F10-10-2021%2F11%3Ffbclid%3DIwAR3FgW5ZXc9qRAAzrFqeFi3pG6pBylps3bZLRy8mGHAgn1EU_97WwhItPC4&h=AT06-OyrEN92CBknX8X0yqRiIFdCth9mJwUx8Sy6RK3hzH_dJH9RsElWD5atDrSMAiz995XWHIJd-nnrhMKF4HbRKprMcx2muN6rqaTcGagusOk0p_11Id1RTcntl-18GgfA7A

The Statement24

Calling on the media to come forward to strengthen safe roads

“Road accidents are the 8th leading cause of death in the world. According to the World Health Organization’s Global Status Report on Road Safety 2018, 1.35 million people die in road accidents worldwide every year. More notably, road accidents are one of the leading causes of death among people aged 5-29 years and 90% of these deaths occur in low-income and middle-income countries. According to the World Health Organization, about 25,000 people die in road accidents in Bangladesh every year along many more are paralyzed. From January to October 2020, about 1,026 people died in motorcycle accidents. On average, about 2 to 3 people die every day. One of the major reasons for this is not using standard and quality helmets” said Shahnewaz Hasnat-e-Rabbi, lecturer at BUET’s Accident Recharge Institute, at a meeting titled ‘Role of Media in Strengthening Safe Roads’ at Dhaka Ahsania Mission, Health Sector on Saturday, October 9 at 11 am.

The meeting was chaired by Md. Mukhlesur Rahman, Assistant Director, Dhaka Ahsania Mission and he presented the keynote address at that meeting where he highlighted 5

risk factors and case studies of various road accidents and possible recommendations to resolve them.

He said that, if the speed of vehicles could be reduced by an average of 5%, it would be possible to reduce accidents by 30%. If all passengers, including the driver, are mandated to wear seatbelts, it is possible to prevent injuries to 50%of the front seat and 75% of the rear seats. Ensuring standard and quality helmets for all riders on motorcycles can reduce road accidents by 40% and prevent 70% of serious injuries. It is possible to keep 54% to 80% of children safe in road accidents by providing safe seating arrangements for children, especially in small vehicles. It is possible to reduce the death toll in road accidents by 20% if the road law on alcohol and drug use is amended and its proper implementation is done.

Sharfuddin Ahmed Chowdhury, Chief Executive Officer of Savar Municipality and SM Azad Hossain, Organizing Secretary of Nirapod Sarak Chai (Nishcha) also spoke at the meeting moderated by Sharmeen Rahman, Project Coordinator, Road Safety Project, Dhaka Ahsania Mission.

Sharfuddin Ahmed Chowdhury said there is a need for public awareness to ensure road safety. We have to implement the responsible behavior of the government and our safe road policy.

SM Azad Hossain, organizing secretary of Nirapod Sarak Chai (Nishcha), said that the media personals have to work on all these issues in the movement of the safe road. Media personnel is able to play an important role in bringing it to the attention of the government. He added that the role of media or journalists in the development of the country is immense. Likewise, the role of media/journalists is one of the ways to ensure safe roads. The media is constantly informing the people at all levels of the country about the road situation, accidents, safety, etc. by publishing several reports/news. At the same time, the media has highlighted the steps to be taken in road safety and its implementation progress.

Md. Mukhlesur Rahman, Assistant Director, Health Sector, Dhaka Ahsania Mission said, “It is possible to reduce the rate of road accidents and deaths to a great extent by taking specific steps. If these issues are included in the amended law, such as: setting the maximum speed limit for vehicles, making it mandatory for motorcyclists to wear standard helmets, making it mandatory for all passengers, including drivers, to wear seat belts, safe seats for children in transport, etc.

The meeting was attended by 16 journalists from daily newspapers and online news portals. They are Zahid Bhuiyan (Daily Amader Shomoy), Jonaed Mansur (Daily Alokito Bangladesh), Roton Chandra Balo (Daily Bhorer Paata), Md. Aktearujjaman (Amader Orthoniti), Masud Rana (Shongbad), Abdullah Al Mamun (Shomoyer Alo), Jobaer Ahmed Nobin (Bangladesh Journal), Saeed Mahade Sekendar (Odhikar), Shahidul Islam Bhuiyan (Business Protidin), Tariqul Islam (Manabzamin), Nahid-Ul-Hasanat (Dhaka Post), Babul Hridoy (Business Bangladesh), Zahidur Rahman (Samakal), Saiful Islam (Bangladesh Today), Bahauddin Al Imran (Bangla Tribune), Ahmed Tepantar (AjkalerKhobor).
Speakers at the meeting called upon the media to come forward to strengthen safe roads. The participating journalists said that they would draw the attention of the government and the concerned authorities to ensure safe roads through their writings.
https://thestatement24.com/archives/1543?fbclid=IwAR2f9AalCjakn32_LgUjJeM1Ea-YTYihmaiRcDABRPTGFSIlUl4l9g-3DHk

নিরাপদ সড়ক জোরদারে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান

বিএনএ,ঢাকা:নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৯ অক্টোবর) ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শ্যামলী স্বাস্থ্য সেক্টরের নিজস্ব ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।সভায় বুয়েটের এক্সিডেন্ট রিচার্জ ইনিস্টিটিউট এর প্রভাষক মো: শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

প্রবন্ধে তিনি বলেন,সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর ৮ম বৃহত্তম কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর তথ্য অনুসারে প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লক্ষ্য ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় । আরো লক্ষণীয় ৫-২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে , বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। পঙ্গুত্ববরন করে আরো অনেক বেশি মানুষ। ২০২০ সালে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে ১০২৬ জন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যায়। গড়ে প্রায় ২ থেকে ৩ জন প্রতিদিন মারা যায়। এর অন্যতম কারণ যথাযথবাবে এবং মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার না করা।

তিনি বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো যায় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভার সহ সকল যাত্রীর সিটবেল্ট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হলে সামনের সিটের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ এবং পিছনের সিটের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ যাত্রীদের দুর্ঘটনায় আহত রোধ করা সম্ভব। মটর সাইকেলে সকল আরোহীদের জন্য যথাযথভাবে ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ শতাংশ মৃত্যু কমানো সম্ভব ও ৭০ শতাংশ গুরুতর আহত হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পরিবহনে বিশেষ করে ছোট গাড়িতে শিশুদের উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা রাখলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৪ থেকে ৮০ শতাংশ শিশুদের নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ক্ষেত্রে সড়ক আইনের সংশোধন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২০ শতাংশ কমানো সম্ভব।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমানের সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন ।

শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে জনসচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে । সরকারের দায়িত্বশীল আচরণ ও আমাদের নিরাপদ সড়কের নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে।

নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন বলেন,নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে গণমাধ্যম কর্মীদের এসকল বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে। সরকারের নজরে আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম গণমাধ্যমের কর্মীরা । তিনি আরো বলেন, দেশের উন্নয়নে গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। তেমনি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম/মিডিয়া/সাংবাদিকদের ভূমিকাও অন্যতম। প্রতিনিয়ত দেশের সড়কের পরিস্থিতি , দুর্ঘটনা, নিরাপত্তা ইত্যাদি সর্ম্পকে বিভিন্ন প্রতিবেদন/সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের মানুষদের অবহিত করছে গণমাধ্যমসমূহ। সেই সাথে সড়কের নিরাপত্তায় করণীয়সমূহ ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেছে গনমাধ্যম।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো: মোখলেছুর রহমান সভাপতিত্বের বক্তবে বলেন,"সুনিদিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনার হার ও মৃত্যু বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। যদি আজকের আলোচ্য বিষয়সমূহ সংশোধিত আইনে অর্ন্তভূক্ত করা হয়।

যেমন: গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারণ করা, মটরসাইকেলে আরোহীর ক্ষেত্রে মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে দেওয়া, গাড়ি বা যানবাহনে চালকসহ সকল যাত্রীদের সিট বেল্ট পরিধান করা বাধ্যতামূলক করা,পরিবহনে শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন ইত্যাদি।

সভায় বক্তাগণ নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরা তাদের লেখনির মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন বলে জানান

https://bnanews24.com/09/10/2021/132922/?fbclid=IwAR224MVNOecZK2OUHqCSsHOz1cXhp9zWtA6T73AaQkqaJPhFffSP7USCBfA

বিজনেজ প্রতিদিন

নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান

প্রতিবেদক,ঢাকা:
নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (৯ অক্টোবর) ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শ্যামলী স্বাস্থ্য সেক্টরের নিজস্ব ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় বুয়েটের এক্সিডেন্ট রিচার্জ ইনিস্টিটিউট এর প্রভাষক মো: শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
প্রবন্ধে তিনি বলেন,সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর ৮ম বৃহত্তম কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর তথ্য অনুসারে প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লক্ষ্য ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় । আরো লক্ষণীয় ৫-২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে , বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। পঙ্গুত্ববরন করে আরো অনেক বেশি মানুষ। ২০২০ সালে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে ১০২৬ জন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যায়। গড়ে প্রায় ২ থেকে ৩ জন প্রতিদিন মারা যায়। এর অন্যতম কারণ যথাযথবাবে এবং মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার না করা।

তিনি বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো যায় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভার সহ সকল যাত্রীর সিটবেল্ট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হলে সামনের সিটের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ এবং পিছনের সিটের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ যাত্রীদের দুর্ঘটনায় আহত রোধ করা সম্ভব। মটর সাইকেলে সকল আরোহীদের জন্য যথাযথভাবে ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ শতাংশ মৃত্যু কমানো সম্ভব ও ৭০ শতাংশ গুরুতর আহত হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পরিবহনে বিশেষ করে ছোট গাড়িতে শিশুদের উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা রাখলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৪ থেকে ৮০ শতাংশ শিশুদের নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ক্ষেত্রে সড়ক আইনের সংশোধন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২০ শতাংশ কমানো সম্ভব।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমানের সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন ।

শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে জনসচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে । সরকারের দায়িত্বশীল আচরণ ও আমাদের নিরাপদ সড়কের নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে।
নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন বলেন,নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে গণমাধ্যম কর্মীদের এসকল বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে। সরকারের নজরে আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম গণমাধ্যমের কর্মীরা । তিনি আরো বলেন, দেশের উন্নয়নে গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। তেমনি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম/মিডিয়া/সাংবাদিকদের ভূমিকাও অন্যতম। প্রতিনিয়ত দেশের সড়কের পরিস্থিতি , দুর্ঘটনা, নিরাপত্তা ইত্যাদি সর্ম্পকে বিভিন্ন প্রতিবেদন/সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের মানুষদের অবহিত করছে গণমাধ্যমসমূহ। সেই সাথে সড়কের নিরাপত্তায় করণীয়সমূহ ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেছে গনমাধ্যম।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো: মোখলেছুর রহমান সভাপতিত্বের বক্তবে বলেন,"সুনিদিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনার হার ও মৃত্যু বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। যদি আজকের আলোচ্য বিষয়সমূহ সংশোধিত আইনে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। যেমন: গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারণ করা, মটরসাইকেলে আরোহীর ক্ষেত্রে মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে দেওয়া, গাড়ি বা যানবাহনে চালকসহ সকল যাত্রীদের সিট বেল্ট পরিধান করা বাধ্যতামূলক করা,পরিবহনে শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন ইত্যাদি।

সভায় বক্তাগণ নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরা তাদের লেখনির মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন বলে জানান।
https://www.businessprotidin.com/2021/10/dhaka-ah-.html?m=1&fbclid=IwAR3SgJuhZuM5YoAK3ot-V2DUJHswFAtyrvNLswntbrrh4IJGpg2mwnWx21U

lastnewsbd.com

নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান

লাস্টনিউজবিডি, ৯ অক্টোবর: "সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর ৮ম বৃহত্তম কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর তথ্য অনুসারে প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লক্ষ্য ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়।

আরো লক্ষণীয় , ৫-২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে , বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। পঙ্গুত্ববরন করে আরো অনেক বেশি মানুষ। ২০২০ সালে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে ১০২৬ জন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যায়। গড়ে প্রায় ২ থেকে ৩ জন প্রতিদিন মারা যায়। এর অন্যতম কারণ যথাযথবাবে এবং মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার না করা"৯ অক্টোবর, শনিবার সকাল ১১ টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গনমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় বুয়েটের এক্সিডেন্ট রিচার্জ ইনিস্টিটিউট এর প্রভাষক মো: শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি একথা বলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো: মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তিনি। তার প্রবন্ধে ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনার কেস স্ট্যাডি তুলে ধরে তা সমাধানে সম্ভাব্য সুপারিশ তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো যায় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভার সহ সকল যাত্রীর সিটবেল্ট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হলে সামনের সিটের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ এবং পিছনের সিটের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ যাত্রীদের দুর্ঘটনায় আহত রোধ করা সম্ভব। মটর সাইকেলে সকল আরোহীদের জন্য যথাযথভাবে ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ শতাংশ মৃত্যু কমানো সম্ভব ও ৭০ শতাংশ গুরুতর আহত হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পরিবহনে বিশেষ করে ছোট গাড়িতে শিশুদের উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা রাখলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৪ থেকে ৮০ শতাংশ শিশুদের নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ক্ষেত্রে সড়ক আইনের সংশোধন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২০ শতাংশ কমানো সম্ভব।

ঢাকা আচ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমানের সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন ।

শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে জনসচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে । সরকারের দায়িত্বশীল আচরণ ও আমাদের নিরাপদ সড়কের নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে।

নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন বলেন,নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে গণমাধ্যম কর্মীদের এসকল বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে। সরকারের নজরে আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম গণমাধ্যমের কর্মীরা।

তিনি আরো বলেন, দেশের উন্নয়নে গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। তেমনি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম/মিডিয়া/সাংবাদিকদের ভূমিকাও অন্যতম। প্রতিনিয়ত দেশের সড়কের পরিস্থিতি , দুর্ঘটনা, নিরাপত্তা ইত্যাদি সর্ম্পকে বিভিন্ন প্রতিবেদন/সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের মানুষদের অবহিত করছে গণমাধ্যমসমূহ। সেই সাথে সড়কের নিরাপত্তায় করণীয়সমূহ ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেছে গনমাধ্যম।

ঢাকা আচ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো: মোখলেছুর রহমান সভাপতিত্বের বক্তবে বলেন,"সুনিদিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনার হার ও মৃত্যু বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। যদি আজকের আলোচ্য বিষয়সমূহ সংশোধিত আইনে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। যেমন: গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারণ করা, মটরসাইকেলে আরোহীর ক্ষেত্রে মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে দেওয়া, গাড়ি বা যানবাহনে চালকসহ সকল যাত্রীদের সিট বেল্ট পরিধান করা বাধ্যতামূলক করা,পরিবহনে শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন ইত্যাদি।

সভায় দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের ১৭ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন, জাহিদ ভূইয়া (দৈনিক আমাদের সময়) , জুনাইদ মুনসুর (দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ), রথন চন্দ্র বালো (দৈনিক ভোরের পাতা), মো: আক্তারুজ্জামান (আমাদের অর্থনীতি), মাসুদ রানা (সংবাদ), আব্দুল্লাহ আল মামুন (সময়ের আলো), জুবায়ের আহমেদ নবীন (বাংলাদেশ জার্নাল), সাঈদ মাহাদী সেকেন্দার (অধিকার), শাহিদুল ইসলাম ভূইয়া (বিসনেস প্রতিদিন), তারিকুল ইসলাম (মানবজমিন), নাহিদুল হাসানাত (ঢাকা পোষ্ট), বাবুল হৃদয় (বিজনেস বাংলাদেশ), জাহিদুর রহমান (সমকাল), সাইফুল ইসলাম (বাংলাদেশ টুডে), বাহাউদ্দীন ইমরান (বাংলা ট্রিবিউন),আহমেদ তেপান্তর (আজকালের খবর)।

সভায় বক্তাগণ নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরা তাদের লেখনির মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন বলে জানান।

https://www.lastnewsbd.com/news/393995

metronews24
Your Trusted News Portal in Bangladesh.com

নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান

নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মতবিনিময় সভায় বক্তাগণ "সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর ৮ম বৃহত্তম কারণ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর তথ্য অনুসারে প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লক্ষ্য ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় ।

আরো লক্ষণীয় , ৫-২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে , বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়।

পঙ্গুত্ববরন করে আরো অনেক বেশি মানুষ। ২০২০ সালে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে ১০২৬ জন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যায়। গড়ে প্রায় ২ থেকে ৩ জন প্রতিদিন মারা যায়।

এর অন্যতম কারণ যথাযথবাবে এবং মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার না করা"৯ অক্টোবর, শনিবার সকাল ১১ টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গনমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় বুয়েটের এক্সিডেন্ট রিচার্জ ইনিস্টিটিউট এর প্রভাষক মো: শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি একথা বলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো: মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তিনি । তার প্রবন্ধে ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনার কেস স্ট্যাডি তুলে ধরে তা সমাধানে সম্ভাব্য সুপারিশ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো যায় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভার সহ সকল যাত্রীর সিটবেল্ট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হলে সামনের সিটের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ এবং পিছনের সিটের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ যাত্রীদের দুর্ঘটনায় আহত রোধ করা সম্ভব। মটর সাইকেলে সকল আরোহীদের জন্য যথাযথভাবে ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ শতাংশ মৃত্যু কমানো সম্ভব ও ৭০ শতাংশ গুরুতর আহত হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পরিবহনে বিশেষ করে ছোট গাড়িতে

শিশুদের উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা রাখলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৪ থেকে ৮০ শতাংশ শিশুদের নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ক্ষেত্রে সড়ক আইনের সংশোধন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২০ শতাংশ কমানো সম্ভব। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমানের সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন । শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে জনসচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে । সরকারের দায়িত্বশীল আচরণ ও আমাদের নিরাপদ সড়কের নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে। নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন বলেন,নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে গণমাধ্যম কর্মীদের এসকল বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে। সরকারের নজরে আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম গণমাধ্যমের কর্মীরা । তিনি আরো বলেন, দেশের উন্নয়নে গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। তেমনি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম/মিডিয়া/সাংবাদিকদের ভূমিকাও অন্যতম। প্রতিনিয়ত দেশের সড়কের পরিস্থিতি , দুর্ঘটনা, নিরাপত্তা ইত্যাদি সর্ম্পকে বিভিন্ন প্রতিবেদন/সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের মানুষদের অবহিত করছে গণমাধ্যমসমূহ। সেই সাথে সড়কের নিরাপত্তায় করণীয়সমূহ ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেছে গনমাধ্যম। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো: মোখলেছুর রহমান সভাপতিত্বের বক্তবে বলেন,"সুনিদিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনার হার ও মৃত্যু বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। যদি আজকের আলোচ্য বিষয়সমূহ সংশোধিত আইনে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। যেমন: গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারণ করা, মটরসাইকেলে আরোহীর ক্ষেত্রে মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে দেওয়া, গাড়ি বা যানবাহনে চালকসহ সকল যাত্রীদের সিট বেল্ট পরিধান করা বাধ্যতামূলক করা,পরিবহনে শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন ইত্যাদি। সভায় দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের ১৭ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন, জাহিদ ভূইয়া (দৈনিক আমাদের সময়) , জুনাইদ মুনসুর (দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ), রথন চন্দ্র বালো (দৈনিক ভোরের পাতা), মো: আক্তারুজ্জামান (আমাদের অর্থনীতি), মাসুদ রানা (সংবাদ), আব্দুল্লাহ আল মামুন (সময়ের আলো), জুবায়ের আহমেদ নবীন (বাংলাদেশ জার্নাল), সাঈদ মাহাদী সেকেন্দার (অধিকার), শাহিদুল ইসলাম ভূইয়া (বিসনেস প্রতিদিন), তারিকুল ইসলাম (মানবজমিন), নাহিদুল হাসানাত (ঢাকা পোষ্ট), বাবুল হৃদয় (বিজনেস বাংলাদেশ), জাহিদুর রহমান (সমকাল), সাইফুল ইসলাম (বাংলাদেশ টুডে), বাহাউদ্দীন ইমরান (বাংলা ট্রিবিউন),আহমেদ তেপান্তর (আজকালের খবর)। সভায় বক্তাগণ নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরা তাদের লেখনির মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন বলে জানান।

https://metronews24.com/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%9c%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a7%87-%e0%a6%97%e0%a6%a3/

সকালের আলো

নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান

সংবাদ বিজ্ঞপ্তী

“সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর ৮ম বৃহত্তম কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর তথ্য অনুসারে প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লক্ষ্য ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় । আরো লক্ষণীয় , ৫-২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে , বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। পঙ্গুত্ববরন করে আরো অনেক বেশি মানুষ। ২০২০ সালে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে ১০২৬ জন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যায়। গড়ে প্রায় ২ থেকে ৩ জন প্রতিদিন মারা যায়। এর অন্যতম কারণ যথাযথবাবে এবং মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার না করা”৯ অক্টোবর, শনিবার সকাল ১১ টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গনমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় বুয়েটের এক্সিডেন্ট রিচার্জ ইনিস্টিটিউট এর প্রভাষক মো: শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি একথা বলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো: মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তিনি । তার প্রবন্ধে ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনার কেস স্ট্যাডি তুলে ধরে তা সমাধানে সম্ভাব্য সুপারিশ তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো যায় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভার সহ সকল যাত্রীর সিটবেল্ট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হলে সামনের সিটের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ এবং পিছনের সিটের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ যাত্রীদের দুর্ঘটনায় আহত রোধ করা সম্ভব। মটর সাইকেলে সকল আরোহীদের জন্য যথাযথভাবে ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ শতাংশ মৃত্যু কমানো সম্ভব ও ৭০ শতাংশ গুরুতর আহত হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পরিবহনে বিশেষ করে ছোট গাড়িতে শিশুদের উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা রাখলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৪ থেকে ৮০ শতাংশ শিশুদের নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ক্ষেত্রে সড়ক আইনের সংশোধন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২০ শতাংশ কমানো সম্ভব।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমানের সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন ।

শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে জনসচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে । সরকারের দায়িত্বশীল আচরণ ও আমাদের নিরাপদ সড়কের নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে।

নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন বলেন,নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে গণমাধ্যম কর্মীদের এসকল বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে। সরকারের নজরে আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম গণমাধ্যমের কর্মীরা । তিনি আরো বলেন, দেশের উন্নয়নে গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। তেমনি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম/মিডিয়া/সাংবাদিকদের ভূমিকাও অন্যতম। প্রতিনিয়ত দেশের সড়কের পরিস্থিতি , দুর্ঘটনা, নিরাপত্তা ইত্যাদি সর্ম্পকে বিভিন্ন প্রতিবেদন/সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের মানুষদের অবহিত করছে গণমাধ্যমসমূহ। সেই সাথে সড়কের নিরাপত্তায় করণীয়সমূহ ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেছে গনমাধ্যম।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো: মোখলেছুর রহমান সভাপতিত্বের বক্তবে বলেন,“সুনিদিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনার হার ও মৃত্যু বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। যদি আজকের আলোচ্য বিষয়সমূহ সংশোধিত আইনে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। যেমন: গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারণ করা,

মটরসাইকেলে আরোহীর ক্ষেত্রে মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে দেওয়া, গাড়ি বা যানবাহনে চালকসহ সকল যাত্রীদের সিট বেল্ট পরিধান করা বাধ্যতামূলক করা,পরিবহনে শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন ইত্যাদি।

সভায় দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের ১৭ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন, জাহিদ ভূইয়া (দৈনিক আমাদের সময়) , জুনাইদ মুনসুর (দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ), রথন চন্দ্র বালো (দৈনিক ভোরের পাতা), মো: আক্তারুজ্জামান (আমাদের অর্থনীতি), মাসুদ রানা (সংবাদ), আব্দুল্লাহ আল মামুন (সময়ের আলো), জুবায়ের আহমেদ নবীন (বাংলাদেশ জার্নাল), সাঈদ মাহাদী সেকেন্দার (অধিকার), শাহিদুল ইসলাম ভূইয়া (বিসনেস প্রতিদিন), তারিকুল ইসলাম (মানবজমিন), নাহিদুল হাসানাত (ঢাকা পোষ্ট), বাবুল হৃদয় (বিজনেস বাংলাদেশ), জাহিদুর রহমান (সমকাল), সাইফুল ইসলাম (বাংলাদেশ টুডে), বাহাউদ্দীন ইমরান (বাংলা ট্রিবিউন),আহমেদ তেপান্তর (আজকালের খবর)।

সভায় বক্তাগণ নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরা তাদের লেখনির মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন বলে জানান।

https://sokaler-alo.com/online_portal/news_show/41777/31

ডেইলি নববার্তা
DAILYNOBOBARTA.COM
সত্য প্রকাশে আপোসহীন দৈনিক

নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান

নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান। "সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর ৮ম বৃহত্তম কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর তথ্য অনুসারে প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লক্ষ্য ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। আরো লক্ষণীয়, ৫-২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে , বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। পঙ্গুত্ববরন করে আরো অনেক বেশি মানুষ। ২০২০

সালে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে ১০২৬ জন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যায়। গড়ে প্রায় ২ থেকে ৩ জন প্রতিদিন মারা যায়। এর অন্যতম কারণ যথাযথবাবে এবং মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার না করা" ৯ অক্টোবর, শনিবার সকাল ১১ টায় ঢাকা আচ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গনমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় বুয়েটের এক্সিডেন্ট রিচার্জ ইনিস্টিটিউট এর প্রভাষক মো: শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি একথা বলেন।

ঢাকা আচ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো: মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তিনি। তার প্রবন্ধে ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনার কেস স্ট্যাডি তুলে ধরে তা সমাধানে সম্ভাব্য সুপারিশ তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো যায় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভার সহ সকল যাত্রীর সিটবেল্ট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হলে সামনের সিটের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ এবং পিছনের সিটের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ যাত্রীদের দুর্ঘটনায় আহত রোধ করা সম্ভব। মটর সাইকেলে সকল আরোহীদের জন্য যথাযথভাবে ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ শতাংশ মৃত্যু কমানো সম্ভব ও ৭০ শতাংশ গুরুতর আহত হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পরিবহনে বিশেষ করে ছোট গাড়িতে শিশুদের উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা রাখলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৪ থেকে ৮০ শতাংশ শিশুদের নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ক্ষেত্রে সড়ক আইনের সংশোধন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২০ শতাংশ কমানো সম্ভব।

ঢাকা আচ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমানের সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন। শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে জনসচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে। সরকারের দায়িত্বশীল আচরণ ও আমাদের নিরাপদ সড়কের নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে।

নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন বলেন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে গণমাধ্যম কর্মীদের এসকল বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে। সরকারের নজরে আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম গণমাধ্যমের কর্মীরা । তিনি আরো বলেন, দেশের উন্নয়নে গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। তেমনি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম/মিডিয়া/সাংবাদিকদের ভূমিকাও অন্যতম। প্রতিনিয়ত দেশের সড়কের পরিস্থিতি , দুর্ঘটনা, নিরাপত্তা ইত্যাদি

সর্ম্পকে বিভিন্ন প্রতিবেদন/সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের মানুষদের অবহিত করছে গণমাধ্যমসমূহ। সেই সাথে সড়কের নিরাপত্তায় করণীয়সমূহ ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেছে গনমাধ্যম।

ঢাকা আচ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো: মোখলেছুর রহমান সভাপতিত্বের বক্তবে বলেন,"সুনিদিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনার হার ও মৃত্যু বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। যদি আজকের আলোচ্য বিষয়সমূহ সংশোধিত আইনে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। যেমন: গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারণ করা, মটরসাইকেলে আরোহীর ক্ষেত্রে মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে দেওয়া, গাড়ি বা যানবাহনে চালকসহ সকল যাত্রীদের সিট বেল্ট পরিধান করা বাধ্যতামূলক করা,পরিবহনে শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন ইত্যাদি।

সভায় দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের ১৭ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন, জাহিদ ভূইয়া (দৈনিক আমাদের সময়), জুনাইদ মুনসুর (দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ), রথন চন্দ্র বালো (দৈনিক ভোরের পাতা), মো: আক্তারুজ্জামান (আমাদের অর্থনীতি), মাসুদ রানা (সংবাদ), আব্দুল্লাহ আল মামুন (সময়ের আলো), জুবায়ের আহমেদ নবীন (বাংলাদেশ জার্নাল), সাঈদ মাহাদী সেকেন্দার (অধিকার), শাহিদুল ইসলাম ভূইয়া (বিজনেস প্রতিদিন), তারিকুল ইসলাম (মানবজমিন), নাহিদুল হাসানাত (ঢাকা পোষ্ট), বাবুল হৃদয় (বিজনেস বাংলাদেশ), জাহিদুর রহমান (সমকাল), সাইফুল ইসলাম (বাংলাদেশ টুডে), বাহাউদ্দীন ইমরান (বাংলা ট্রিবিউন), আহমেদ তেপান্তর (আজকালের খবর)।

সভায় বক্তাগণ নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরা তাদের লেখনির মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন বলে জানান।

https://dailynobobarta.com/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%9c%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a7%87-%e0%a6%97%e0%a6%a3/

সংবাদ

পাঁচ শতাংশ গতি কমালে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা কমবে

গাড়ির গতি গড়ে পাঁচ শতাংশ কমানো গেলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব হবে। একইভাবে চালকসহ সকল যাত্রীর সিটবেল্ট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হলে সামনে ও পেছনের সিটে যথাক্রমে ৫০ শতাংশ ও ৭৫ শতাংশ যাত্রীর আহত হওয়ার ঝুঁকি রোধ করা সম্ভব।

আজ (৯ অক্টোবর) শনিবার রাজধানীর শ্যামলীতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সভা কক্ষে 'নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক এক সভায় এ কথা বলা হয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্স ইনিস্টিটিউটের প্রভাষক মো. শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি মূল প্রবন্ধে এমন তথ্য দেন। সভায় প্রতিটি পরিবহনে বিশেষ করে শিশুদের উপযুক্ত আসন রাখার কথা বলা হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নি¤œ ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। মোটরসাইকেলের চালক ও আরোহীদের জন্য যথাযথভাবে ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ শতাংশ মৃত্যু ও ৭০ শতাংশ গুরুতর আহত হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পরিবহনে বিশেষ করে ছোট গাড়িতে শিশুদের উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা রাখলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৪ থেকে ৮০ শতাংশ শিশুদের নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ক্ষেত্রে সড়ক আইনের সংশোধন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২০ শতাংশ কমানো সম্ভব।

অনুষ্ঠানে নিরাপদ সড়ক চাইয়ের (নিসচা) সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন বলেন, গণমাধ্যম কর্মীরা পরিবহন সেক্টরের নানা বিষয় লেখনির মাধ্যমে সরকারসহ সবার নজরে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তিনি প্রতিটি সমস্যাকে চিহ্নিত করে প্রতিবেদনের পাশপাশি নিয়মিত ফলোআপ করতে বলেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের রোড সেইফটি প্রকল্পের সমন্বয়ক শারমিন রহমানের সঞ্চালনায় সভায় মিশনের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান, সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরীসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

http://sangbad.net.bd/news/bangladesh/47144/?fbclid=IwAR3xRkc7lNspWRWfUdoEnjdsILBlsROpeBtnJHxsaR92gXzcKzA5_eevkhw

নিরাপদ নিউজ
সত্য ও ন্যায় প্রকাশে প্রতিদিন, নিরাপদ সড়কে আপোষহীন

নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান

নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান

"সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর ৮ম বৃহত্তম কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর তথ্য অনুসারে প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লক্ষ্য ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় । আরো লক্ষণীয় , ৫-২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে , বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। পঙ্গুত্ববরন করে আরো অনেক বেশি মানুষ। ২০২০ সালে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে ১০২৬ জন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যায়। গড়ে প্রায় ২ থেকে ৩ জন প্রতিদিন মারা যায়। এর অন্যতম কারণ যথাযথবাবে এবং মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার না করা"৯ অক্টোবর, শনিবার সকাল ১১ টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গনমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় বুয়েটের এক্সিডেন্ট রিচার্জ ইনিস্টিটিউট এর প্রভাষক মো: শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি একথা বলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো: মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তিনি । তার প্রবন্ধে ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনার কেস স্ট্যাডি তুলে ধরে তা সমাধানে সম্ভাব্য সুপারিশ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো যায় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব।

ড্রাইভার সহ সকল যাত্রীর সিটবেল্ট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হলে সামনের সিটের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ এবং পিছনের সিটের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ যাত্রীদের দুর্ঘটনায় আহত রোধ করা সম্ভব। মটর সাইকেলে সকল আরোহীদের জন্য যথাযথভাবে ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ শতাংশ মৃত্যু কমানো সম্ভব ও ৭০

শতাংশ গুরুতর আহত হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পরিবহনে বিশেষ করে ছোট গাড়িতে শিশুদের উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা রাখলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৪ থেকে ৮০ শতাংশ শিশুদের নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ক্ষেত্রে সড়ক আইনের সংশোধন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২০ শতাংশ কমানো সম্ভব।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমানের সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন । শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে জনসচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে । সরকারের দায়িত্বশীল আচরণ ও আমাদের নিরাপদ সড়কের নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে। নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন বলেন,নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে গণমাধ্যম কর্মীদের এসকল বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে। সরকারের নজরে আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম গণমাধ্যমের কর্মীরা । তিনি আরো বলেন, দেশের উন্নয়নে গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। তেমনি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম/মিডিয়া/সাংবাদিকদের ভূমিকাও অন্যতম। প্রতিনিয়ত দেশের সড়কের পরিস্থিতি , দুর্ঘটনা, নিরাপত্তা ইত্যাদি সর্ম্পকে বিভিন্ন প্রতিবেদন/সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের মানুষদের অবহিত করছে গণমাধ্যমসমূহ। সেই সাথে সড়কের নিরাপত্তায় করণীয়সমূহ ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেছে গনমাধ্যম। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো: মোখলেছুর রহমান সভাপতিত্বের বক্তবে বলেন,"সুনিদিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনার হার ও মৃত্যু বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। যদি আজকের আলোচ্য বিষয়সমূহ সংশোধিত আইনে অর্ন্তভূক্ত করা হয়।

যেমন: গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারণ করা, মটরসাইকেলে আরোহীর ক্ষেত্রে মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে দেওয়া, গাড়ি বা যানবাহনে চালকসহ সকল যাত্রীদের সিট বেল্ট পরিধান করা বাধ্যতামূলক করা,পরিবহনে শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন ইত্যাদি।

সভায় দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের ১৭ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন, জাহিদ ভূইয়া (দৈনিক আমাদের সময়) , জুনাইদ মুনসুর (দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ), রথন চন্দ্র বালো (দৈনিক ভোরের পাতা), মো: আক্তারুজ্জামান (আমাদের অর্থনীতি), মাসুদ রানা (সংবাদ), আব্দুল্লাহ আল মামুন (সময়ের আলো), জুবায়ের আহমেদ নবীন (বাংলাদেশ জার্নাল), সাঈদ মাহাদী সেকেন্দার (অধিকার), শাহিদুল ইসলাম ভূইয়া (বিসনেস প্রতিদিন), তারিকুল ইসলাম (মানবজমিন), নাহিদুল হাসানাত (ঢাকা পোষ্ট), বাবুল হৃদয় (বিজনেস বাংলাদেশ), জাহিদুর রহমান (সমকাল), সাইফুল ইসলাম (বাংলাদেশ টুডে), বাহাউদ্দীন ইমরান (বাংলা ট্রিবিউন),আহমেদ তেপান্তর (আজকালের খবর)। সভায় বক্তাগণ নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরা তাদের লেখনির মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন বলে জানান।

https://www.nirapadnews.com/2021/10/09/mixed/organization-news/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A6-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%9C%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8/

fnnbd24.com
Independent, honest and dignified.

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মতবিনিময় সভা : নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান

"সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর ৮ম বৃহত্তম কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর তথ্য অনুসারে প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লক্ষ্য ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় । আরো
লক্ষণীয় , ৫-২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে , বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫ হাজার
মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। পঙ্গুত্ববরন করে আরো অনেক বেশি মানুষ। ২০২০ সালে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে ১০২৬ জন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যায়। গড়ে প্রায় ২ থেকে ৩ জন প্রতিদিন মারা যায়। এর অন্যতম কারণ যথাযথবাবে এবং মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার না করা"৯ অক্টোবর, শনিবার সকাল ১১
টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গনমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় বুয়েটের এক্সিডেন্ট রিচার্জ ইনিস্টিটিউট এর প্রভাষক মো: শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি একথা বলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো: মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তিনি । তার প্রবন্ধে ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনার কেস স্ট্যাডি তুলে ধরে তা সমাধানে সম্ভাব্য সুপারিশ তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো যায় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভার সহ সকল যাত্রীর সিটবেল্ট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হলে সামনের সিটের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ এবং পিছনের সিটের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ যাত্রীদের দুর্ঘটনায় আহত রোধ করা সম্ভব। মটর সাইকেলে সকল আরোহীদের জন্য

যথাযথভাবে ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ শতাংশ মৃত্যু কমানো সম্ভব ও ৭০ শতাংশ গুরুতর আহত হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পরিবহনে বিশেষ করে ছোট গাড়িতে শিশুদের উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা রাখলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৪ থেকে ৮০ শতাংশ শিশুদের নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ক্ষেত্রে সড়ক আইনের সংশোধন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২০ শতাংশ কমানো সম্ভব। ঢাকা আচ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন
রহমানের সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন ।

শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে জনসচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে । সরকারের দায়িত্বশীল আচরণ ও আমাদের নিরাপদ সড়কের নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে। নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন বলেন,নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে গণমাধ্যম কর্মীদের এসকল বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে। সরকারের নজরে আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম গণমাধ্যমের কর্মীরা । তিনি আরো বলেন, দেশের উন্নয়নে গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। তেমনি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম/মিডিয়া/সাংবাদিকদের ভূমিকাও অন্যতম। প্রতিনিয়ত দেশের সড়কের পরিস্থিতি , দুর্ঘটনা, নিরাপত্তা ইত্যাদি সর্ম্পকে বিভিন্ন প্রতিবেদন/সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের মানুষদের অবহিত করছে ণমাধ্যমসমূহ। সেই সাথে সড়কের নিরাপত্তায় করণীয়সমূহ ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেছে গনমাধ্যম।

ঢাকা আচ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো: মোখলেছুর রহমান সভাপতিত্বের বক্তবে বলেন,"সুনিদিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনার হার ও মৃত্যু বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। যদি আজকের আলোচ্য বিষয়সমূহ সংশোধিত আইনে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। যেমন: গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারণ করা, মটরসাইকেলে আরোহীর ক্ষেত্রে মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে দেওয়া, গাড়ি বা যানবাহনে চালকসহ সকল যাত্রীদের সিট বেল্ট পরিধান করা বাধ্যতামূলক করা,পরিবহনে শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন ইত্যাদি।

সভায় দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের ১৭ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন, জাহিদ ভূইয়া (দৈনিক আমাদের সময়) , জুনাইদ মুনসুর (দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ), রথন চন্দ্র বালো (দৈনিক ভোরের পাতা), মো: আক্তারুজ্জামান (আমাদের অর্থনীতি), মাসুদ রানা (সংবাদ), আব্দুল্লাহ আল মামুন (সময়ের আলো),
জুবায়ের আহমেদ নবীন (বাংলাদেশ জার্নাল), সাঈদ মাহাদী সেকেন্দার (অধিকার), শাহিদুল ইসলাম ভূইয়া (বিসনেস প্রতিদিন), তারিকুল ইসলাম (মানবজমিন), নাহিদুল হাসানাত (ঢাকা পোষ্ট), বাবুল হৃদয় (বিজনেস বাংলাদেশ), জাহিদুর রহমান (সমকাল), সাইফুল ইসলাম (বাংলাদেশ টুডে), বাহাউদ্দীন ইমরান (বাংলা ট্রিবিউন),আহমেদ তেপান্তর (আজকালের খবর)। সভায় বক্তাগণ নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরা তাদের লেখনির মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন বলে জানান।

https://fnnbd24.com/country-news/5544/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%20%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%20%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%9F%20%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE%20:%20%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A6%20%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%20%E0%A6%9C%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%20%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87%20%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%20%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8

দি ক্রাইম
অপরাধ সন্ধানে সহায়ক
একটি মাস ভিত্তিক প্রকাশনা

নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান–মো: শাহনেওয়াজ

- "সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর ৮ম বৃহত্তম কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর তথ্য অনুসারে প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লক্ষ্য ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় । আজ শনিবার (৯ অক্টোবর) সকাল ১১ টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গনমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় বুয়েটের এক্সিডেন্ট রিচার্জ ইনিস্টিটিউট এর প্রভাষক মো: শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি একথা বলেন।

আরো লক্ষণীয় , ৫-২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে , বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। পঙ্গুত্ববরন করে আরো অনেক বেশি মানুষ। ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে ১০২৬ জন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যায়। গড়ে প্রায় ২ থেকে ৩ জন প্রতিদিন মারা যায়। এর অন্যতম কারণ যথাযথভাবে এবং মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার না করা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো: মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তিনি । তার প্রবন্ধে ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনার কেস স্ট্যাডি তুলে ধরে তা সমাধানে সম্ভাব্য সুপারিশ তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো যায় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভার সহ সকল যাত্রীর সিটবেল্ট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হলে সামনের সিটের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ এবং পিছনের সিটের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ যাত্রীদের দুর্ঘটনায় আহত রোধ করা সম্ভব। মটর সাইকেলে সকল আরোহীদের জন্য যথাযথভাবে ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ শতাংশ মৃত্যু কমানো সম্ভব ও ৭০ শতাংশ গুরুতর আহত হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পরিবহনে বিশেষ করে ছোট গাড়িতে শিশুদের উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা রাখলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৪ থেকে ৮০ শতাংশ শিশুদের নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ক্ষেত্রে সড়ক আইনের সংশোধন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২০ শতাংশ কমানো সম্ভব।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমানের সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন ।

শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে জনসচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে । সরকারের দায়িত্বশীল আচরণ ও আমাদের নিরাপদ সড়কের নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে।

নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক **এস এম আজাদ হোসাইন** বলেন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে গণমাধ্যম কর্মীদের এসকল বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে। সরকারের নজরে আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম গণমাধ্যমের কর্মীরা ।

তিনি আরো বলেন, দেশের উন্নয়নে গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। তেমনি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম/মিডিয়া/সাংবাদিকদের ভূমিকাও অন্যতম। প্রতিনিয়ত দেশের সড়কের পরিস্থিতি , দুর্ঘটনা, নিরাপত্তা ইত্যাদি সর্ম্পকে বিভিন্ন প্রতিবেদন/সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের মানুষদের অবহিত করছে গণমাধ্যমসমূহ। সেই সাথে সড়কের নিরাপত্তায় করণীয়সমূহ ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেছে গনমাধ্যম।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো: মোখলেছুর রহমান বলেন,"সুনিদিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনার হার ও মৃত্যু বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। যদি আজকের আলোচ্য বিষয়সমূহ সংশোধিত আইনে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। যেমন: গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারণ করা, মটরসাইকেলে আরোহীর ক্ষেত্রে মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে দেওয়া, গাড়ি বা যানবাহনে চালকসহ সকল যাত্রীদের সিট বেল্ট পরিধান করা বাধ্যতামূলক করা,পরিবহনে শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন ইত্যাদি।

সভায় দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের ১৭ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন, জাহিদ ভূইয়া (দৈনিক আমাদের সময়) , জুনাইদ মুনসুর (দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ), রতন চন্দ্র বালো (দৈনিক ভোরের পাতা), মো: আক্তারুজ্জামান (আমাদের অর্থনীতি), মাসুদ রানা (সংবাদ), আব্দুল্লাহ আল মামুন (সময়ের আলো), জুবায়ের আহমেদ নবীন (বাংলাদেশ জার্নাল), সাঈদ মাহাদী সেকেন্দার (অধিকার), শাহিদুল ইসলাম ভূইয়া (বিজনেস প্রতিদিন), তারিকুল ইসলাম (মানবজমিন), নাহিদুল হাসানাত (ঢাকা পোষ্ট), বাবুল হৃদয় (বিজনেস বাংলাদেশ), জাহিদুর রহমান (সমকাল), সাইফুল ইসলাম (বাংলাদেশ টুডে), বাহাউদ্দীন ইমরান (বাংলা ট্রিবিউন),আহমেদ তেপান্তর (আজকালের খবর)।

সভায় বক্তাগণ নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরা তাদের লেখনির মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন বলে জানান।

http://www.thecrimebd.com/news/92604.details